পাঠ-০১

আমার দেশ

আমি ও আমার সহপাঠীরা

চলো পরিচিত হই।

তোমরাও পরস্পর এভাবে পরিচিত হও।

পাঠ-০৪ ছড়া (পাঠশালা)

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
পাঠশালাতে যাই,
লেখা-পড়ার মাঝে মোরা
আদর্শ খুঁজে পাই।
লেখা-পড়ার তরে মোদের
অসীম মমতা,
গরিব ধনী সবার মাঝে
আনবো সমতা।

পাঠ-০৫ নীতিকথা

আজকের দিনটি তোমার জীবন থেকে চলে যাবে, আগামী দিনটিও। এভাবে এক এক করে বছরের প্রতিটি দিন তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। তুমি যদি মেহনত করে লেখাপড়া কর তবু, যদি অলসতা ও অবহেলা করো তবু সময় চলেই যাবে। থাকবে শুধু তোমার মেহনতের সুফল।

—আবু তাহের মেসবাহ

আজকেই তুমি তোমার জীবনের লক্ষ্য ঠিক করো, তুমি জীবনে কী হতে চাও।

পাঠ-০৭ (বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে) বর্ণ শিখি : অ আ ই ঈ

অ

অজু করো নামাজ পড়ো।

অ 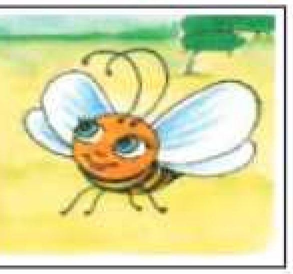

অলি হাসে।

আ

আল্লাহ মহান সবাই জানি।

আ 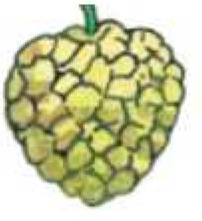

আতা চাই।

ই 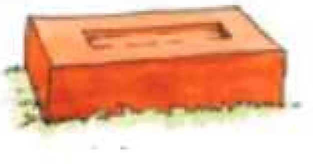

ইট আনি।

ই 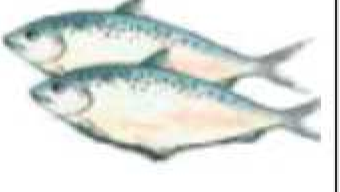

ইলিশ কিনি

ঈ

ঈগল ওড়ে।

ঈ

ঈদের দিনে কোলাকুলি করো।

বলি : অ– অজু, অলি, অলসতা।

বলি : আ– আম, আতা, আল্লাহ।

বলি : ই– ইট, ইলিশ, ইতিহাস।

বলি : ঈ– ঈগল, ঈশান, ঈদ।

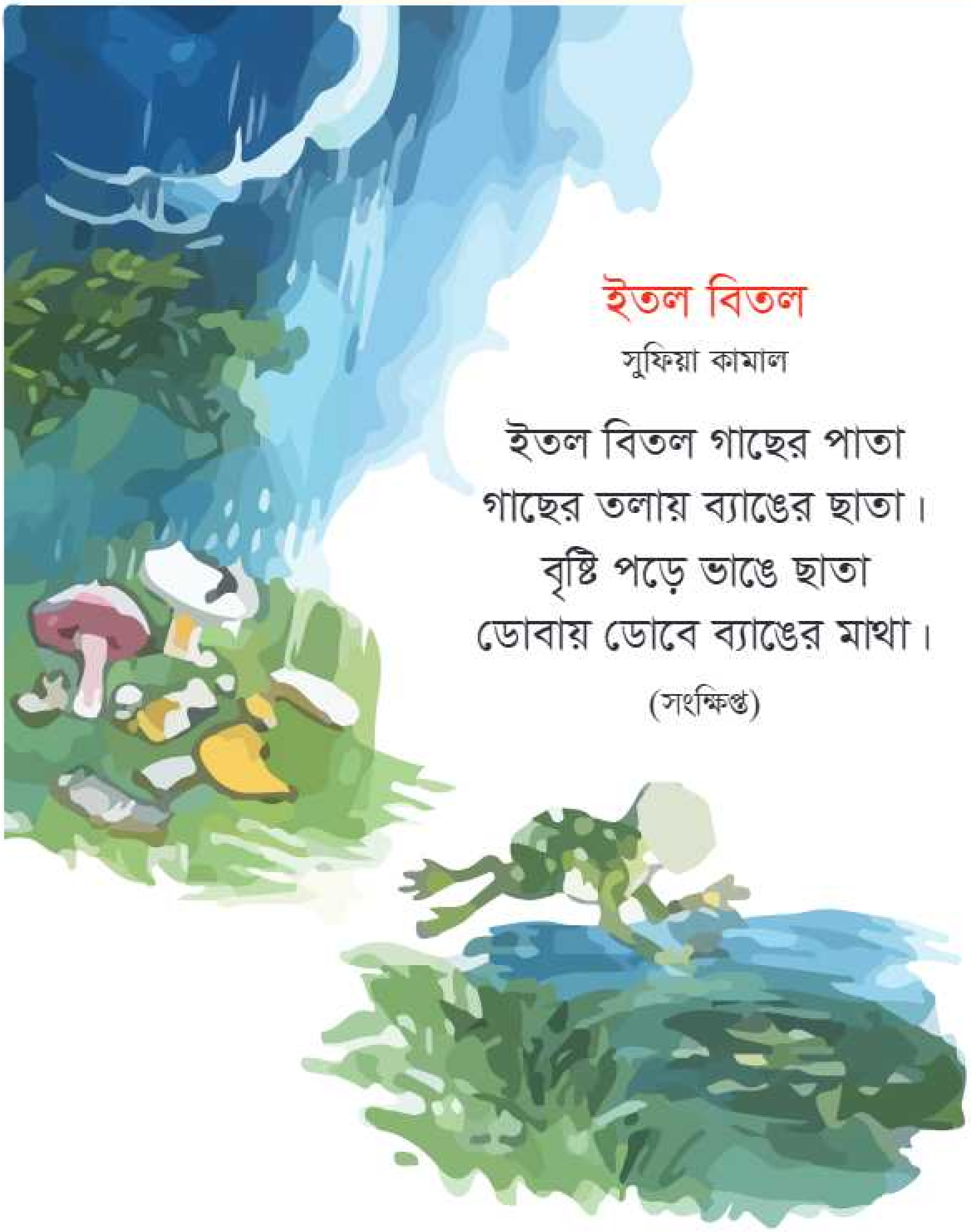

ইতল বিতল

সুফিয়া কামাল

ইতল বিতল গাছের পাতা
গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা।
বৃষ্টি পড়ে ভাঙে ছাতা
ডোবায় ডোবে ব্যাঙের মাথা।

(সংক্ষিপ্ত)

পাঠ-১১ ব্যাঞ্জনবর্ণের পরিক্ষা

ডান দিকের বাক্স থেকে বর্ণ নিয়ে খালি ঘর পূরণ কর।

ক		গ		ঙ
চ	ছ		ঝ	
ট		ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প			ভ	ম
	র	ল		ষ
স	হ			য়
ৎ				

খ	ঘ
জ	ঞ
ঠ	ফ
ব	য
শ	ঢ়
ড়	
ং	ঃ

জেনে রাখা ভালো

* ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৯টি।

* মাত্রা ছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি যেমন, ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ

* পূর্ণ মাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ২৬টি যেমন, ক, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ ড, ঢ, ত, দ, ন, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়।

* অর্ধমাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি যেমন, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ।

* মাত্রাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি।

পাঠ-১২ উচ্চারণ ঠিক করে নেই

অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক	খ	ত	থ
গ	ঘ	দ	ধ
চ	ছ	প	ফ
জ	ঝ	ব	ভ
ট	ঠ	ড়	ঢ়
ড	ঢ		

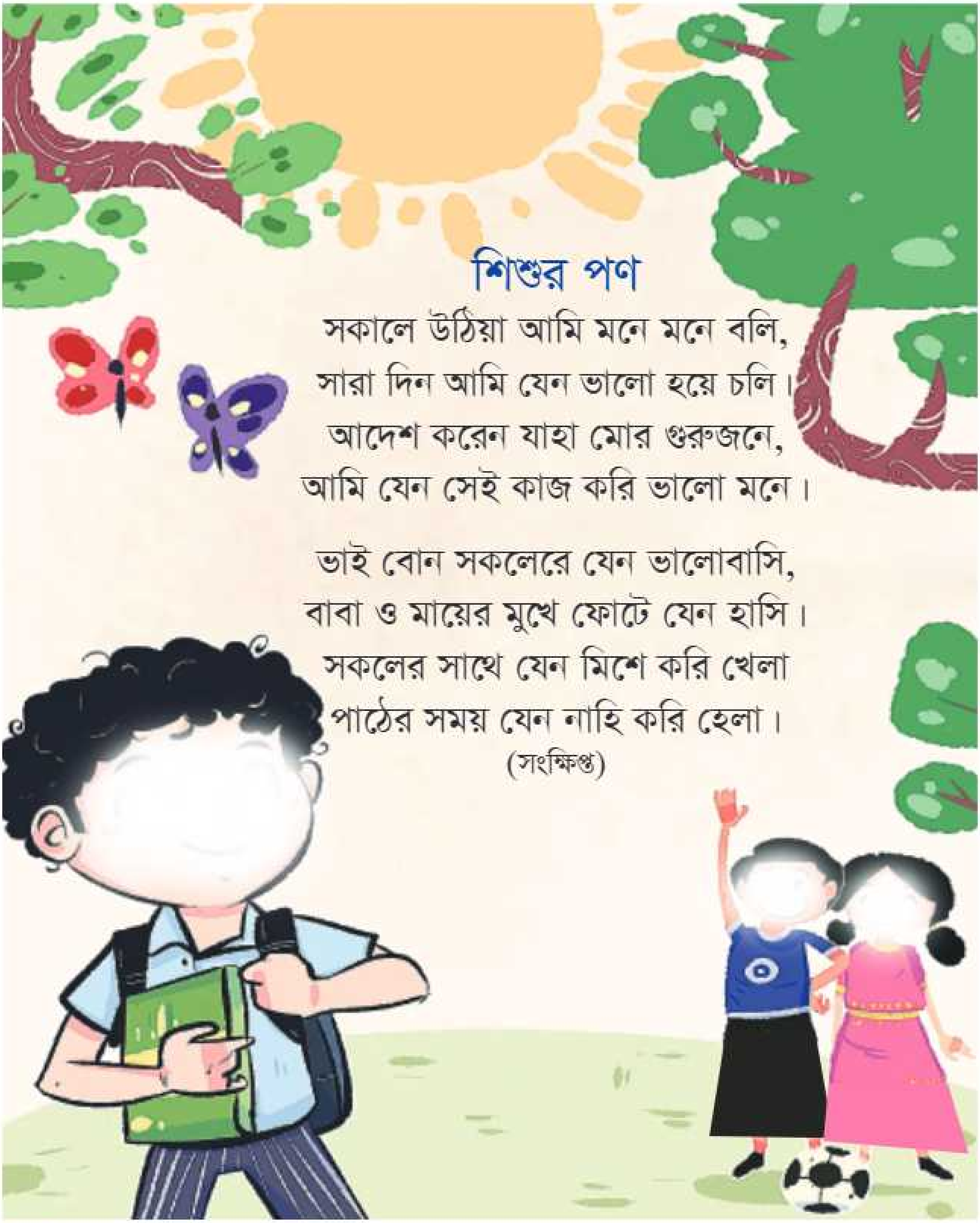

শিশুর পণ

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে।

ভাই বোন সকলেরে যেন ভালোবাসি,
বাবা ও মায়ের মুখে ফোটে যেন হাসি।
সকলের সাথে যেন মিশে করি খেলা
পাঠের সময় যেন নাহি করি হেলা।

(সংক্ষিপ্ত)

পাঠ-৩৭ ওমর ও দাদা

ওমরের দাদা নামাজে যাবেন। তিনি টুপি পাচ্ছিলেন না। ওমর দেখতে পেয়ে দাদার কাছে গেল এবং বলল, দাদা কী হয়েছে? দাদা বললেন, চশমাটা যে কোথায় রেখেছি!

ওমর বলল, দাদা 'আমি চশমাটা খুঁজে আনছি'। একটু পরেই সে চশমাটা নিয়ে এলো। হাসি মুখে বলল, 'দাদা চশমাটা নাও'।

দাদা খুশি হলেন। বললেন, 'বেঁচে থাকো ভাই'। 'ওমর বলল, দাদা তুমি খুব ভালো'।

পাঠ-২২ ঋ-কার (ৃ) দিয়ে শব্দগঠন, বাক্যগঠন পড়ি ও লিখি

শব্দগঠন

কৃত,	মৃত,	ঘৃত,	ঘৃণা,
কৃপণ,	সৃজন,	মাতৃ,	পৃথিবী,
কৃষক,	কৃষি,	তৃণ,	আকৃতি,
শৃগাল,	কাবাগৃহ		

বাক্যগঠন

কৃষক কৃষি কাজ করেন।
কৃপণতা ঠিক নয়।
বৃষ্টি এলো কৃষক ভাই।
বাংলা আমার মাতৃভাষা।
মৃতপশু খাওয়া হারাম।
শৃগাল মৃত খায়।

অনুশীলন

১। ঋ-কার (ৃ) দিয়ে শব্দগঠন করো।

২। নিচের শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করো :
কৃষি, বাংলা, মৃতপশু।

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
(ক) কৃষক কী কাজ করেন? (খ) মৃতপশু খাওয়া কী?

পাঠ-৪০ মায়ের ভালোবাসা

একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সাথীদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক এল। হাতে একটি পাখির বাসা। বাসায় দুইটি ছানা।

নবীজি দেখলেন কাছেই মা পাখিটা উড়ছে। তিনি লোকটিকে কাছে ডাকলেন। তারপর পাখির বাসাটি রাখতে বললেন। তাকে দূরে সরে যেতে বললেন। লোকটি সরে গেল।

মা পাখিটা কাছে এল। বাচ্চাদের আদর করল। ডানা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখল। মহানবী (স) বললেন, দেখ, মায়ের কত ভালোবাসা।

নবীজি বললেন, ছানা দুইটিকে বাঁচাতে হবে। বাসাটা আগের জায়গায় রেখে এসো। লোকটি তার ভুল বুঝতে পারল। নবীজির কথা মতো কাজ করল।

পাঠ-৪২ ওমরের সাত দিন

ওমর রোজ স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে।
শনিবার সে পড়ার টেবিল সাজায়।
রবিবার সে বাগান দেখাশোনা করে।
সোমবার হাতের লেখা লেখে।
মঙ্গলবার সাঁতার কাটে।
বুধবার নিজের ঘর সাফ করে।
বৃহস্পতিবার প্রাণ ছাড়া ছবি আঁকে।
শুক্রবার ছুটির দিনে সে খেলাধুলা করে

সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়।

যুক্তবর্ণ শিখি :

স্কুলে	স্ক	স	ক	
মঙ্গল	ঙ্গ	ঙ	গ	
বৃহস্পতি	স্প	স	প	
সপ্তাহ	প্ত	প	ত	
শুক্রবার	ক্র	ক	্র	(র-ফলা)

ভেঙে লিখি :

ক্র			স্ক		
ঙ্গ			স্প		
প্ত					